Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 13
Website: https://tirj.org.in, Page No. 102 - 109
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, published on October 2024, Page No. 102 - 109
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

ক্লেরিহিউ ও বাংলা ছড়া-কবিতা

মহম্মদ ওমর
সহকারী অধ্যাপক
দেশপ্রাণ মহাবিদ্যালয়, দুরমুঠ, পূর্ব মেদিনীপুর
Email ID : mdomar8@gmail.com

Received Date 21. 09. 2024
Selection Date 17. 10. 2024

Keyword
Clerihew, Light Verse, Rhyme, Quatrain, Children, Couplet, Fun, Variation.

Abstract
In English, Clerihew refers to a four-line biographical poem consisting of two couplets and is arranged like this - aabb. Like many other forms of poetry, it is also a particular form, which Bengali literature imported from the London-based poet Edmund Clerihew Bentley (1875-1956). In Bengali literature, the poets who have carried forward Clerihews progress and victory are discussed here in my essay. First comes the name of the king of Bengali rhyme Annada Shankar Ray. Although his clerihews are not exactly biographical, some of the poet's significant remarks flash like lightning in some of his four lined rhymes. Then we'll see how Clerihew succeeded in the hands of eminent Bengali poet Sankha Ghosh. Just as he did not write much Clerihew, he did not always adhere to the traditional format of Clerihew. Somewhere he denied the four lines boundary; he did not even follow the guidelines of putting personal name or place-name in the first line.

Bhabani Prasad Majumdar and Apurba Dutta, two famous poet of the time, are among the few poets who have popularized the tradition of Bengali folk rhymes very successfully. Bhabani Prasad gifted us a large number of funny Clerihews. Bhabani Prasad sometimes crossed the fence of one quartet and gave us many clerihews with two or four or five quartets. This type of work has been called 'Extended Clerihew' by some Western critics. Clerihew has repeatedly sparked like a weapon in the hands of the conscientious poet Bhabani Prasad Majumdar.

Thus beginning his journey by the hand of a schoolboy, Clerihew has once occupied a seat of honor in the world literature. It has variation both in form and type, subject matter and view. From biographical verse in quatrains to several quatrains of humor and various light-hearted themes, Clerihew is used as their medium of expression. And thus begins his successful journey from a point to the circle. I have elaborated the matter in my present essay.

Discussion

কবিতার অন্য অনেক 'ফর্মে'র মতো এটিও একটি বিশেষ 'ফর্ম' বা রূপ, বাংলা সাহিত্য যেটা আমদানি করেছে লন্ডন নিবাসী কবি এডমন্ড ক্লেরিহিউ বেন্টলির (১৮৭৫-১৯৫৬) কাছ থেকে। 'ক্লেরিহিউ' বলতে বোঝায় হালকা চালে, লঘু ভঙ্গিতে

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 13
Website: https://tirj.org.in, Page No. 102 - 109
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

লেখা একটি চার চরণের ছন্দোবদ্ধ রচনা। এক চতুষ্ক বিশিষ্ট হলেও দুটো যুগ্মক তথা দ্বিপদীর সমন্বয়ে গড়ে ওঠে এর কায়া বা অবয়ব, যেখানে বিকল্প চরণগুলোতে অন্ত্যমিল রক্ষিত হয়। বিশেষ এই পদ্যরূপটির জনক এডমন্ড ক্লেরিহিউ বেন্টলি যখন তাঁর প্রথম ক্লেরিহিউটি লেখেন, তখন স্কুলছাত্র কবির বয়স ছিল মাত্র সতেরো বা আঠারো। সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩ সালে লেখা রচনাটি ছিল এরকম –

"Sir Humphrey Davy
Was not fond of gravy
He lived in the odium
Of having discovered sodium."

স্যার হামফ্রে ডেভির সোডিয়াম আবিষ্কার এই রচনার মূল বিষয়। চতুর্থ চরণে বিষয়টি প্রতিভাত হয়েছে। প্রথম চরণেই উদ্দিষ্ট ব্যক্তির নামের উল্লেখ এই জাতীয় রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এছাড়া রচনাটির অন্যতম আকর্ষণ হল ডেভি-গ্রেভি ও ওডিয়াম-সোডিয়ামের মনোগ্রাহী অন্ত্যমিল। যদিও পরবর্তী সময়ে কবি একাধিকবার এই রচনার দ্বিতীয় চরণটিকে বদলে দিতে চেয়েছিলেন। প্রথম সংশোধনীতে লিখেছিলেন– 'Abominated gravy', দ্বিতীয়বার লিখেছেন – 'Detested gravy'। এইভাবে কবি নিজের রচনার উৎকৃষ্টসাধনে নিয়ত সচেতন ও তৎপর ছিলেন। উদ্ভাবক এডমন্ড ক্লেরিহিউ বেন্টলি'র মধ্যনাম অনুসারেই নামকরণ হয়েছে লঘুরসের বিশেষ এই পদ্য-রূপটির। অনুমান যে, বেন্টলি ছড়া-কবিতার এই মজাদার রূপটি উদ্ভাবন করেছিলেন কেমিস্ট্রির কোনো এক বিরক্তিকর ক্লাসের সময়। ক্লেরিহিউতে সাধারণত কিছু বিখ্যাত 'ব্যক্তির' একটি হাস্যকরভাবে তথ্যহীন 'জীবনী' উপস্থাপিত হয়, যাঁর 'নাম' দ্বিপদীর প্রথম ছন্দ-পংক্তির মধ্যে উপস্থিত থাকে। যেমন বেন্টলির বিখ্যাত এই রচনাটি-

"Geoffrey Chaucer
Could hardly have been coarser,
But this never harmed the sales
Of his Canterbury Tales."

ক্লেরিহিউ সাধারণত তুচ্ছ বা কৌতুকপূর্ণ বিষয়ের উপর লিখিত ও বিনোদনের উদ্দেশ্যে রচিত হয়। উৎকৃষ্ট ক্লেরিহিউ-এর মধ্যে হাস্যরস, চাতুর্য, বৈদগ্ধ্য, শ্লেষ ইত্যাদি বিবিধ গুণের সমাবেশ ঘটে। বেন্টলির পরবর্তী সময়ে বহু উৎকৃষ্ট ক্লেরিহিউ রচিত হয়েছে যেগুলো অনেকসময় একটা 'পার্লার গেম'[১] অর্থাৎ ঘরে বসে খেলা করবার এক মজাদার উপকরণ হয়ে উঠেছে। বেন্টলি'র ক্লেরিহিউগুলো ছোট ছোট চারটে চরণের সমবায়ে রচিত, সেখানে দীর্ঘচরণ নেই বললেই চলে। অবশ্য পাঁচ বা ছয় চরণের ক্লেরিহিউও কতিপয় রচনা করেছেন বেন্টলি। ক্লেরিহিউ-এর চারটি চরণে একই ধরনের অন্ত্যমিল কিংবা একই সংখ্যক প্রস্বর বা ঝোঁক বর্জনীয়। মাঝেমাঝেই এতে 'অফ্-রাইমিং' দেখা যায় অর্থাৎ অন্ত্যমিল যথাযথ হয় না। অন্ত্যমিল যেখানে এক অক্ষরের, সেটাকে দুর্বল রচনা বলে মনে করেন পণ্ডিতগণ। সাংস্কৃতিক ইতিহাসের বিখ্যাত পণ্ডিত আমেরিকাবাসী জাক বার্জুঁর মতে –

"In Clerihews it is the norm
For rhythmic anarchy to reign."[২]

অর্থাৎ ছান্দিক নৈরাজ্য থেকে ছন্দোময় রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় ক্লেরিহিউ-এর ক্ষেত্রে। বেন্টলি তাঁর ক্লেরিহিউগুলোর জন্য কোনো শিরোনাম বরাদ্দ করেননি। তবে আমাদের বাংলা কবিরা বেশিরভাগই তাঁদের রচিত ক্লেরিহিউগুলোর জন্য একটা করে শিরোনাম বরাদ্দ করেছেন। তা তিনি অন্নদাশঙ্কর রায় হোন বা ভবানীপ্রসাদ মজুমদার। তবে অন্নদাশঙ্কর নতুন কোনো শিরোনাম সন্ধান করেননি, 'ক্লেরিহিউ' শিরোনামেই সেগুলোকে গ্রন্থবদ্ধ করেছেন।

বেন্টলির ক্লেরিহিউগুলো প্রায়শই জীবনীমূলক। তাই এগুলোর প্রথম চরণেই একটা ব্যক্তিনাম স্থান পায়। এ ব্যাপারে বার্জুঁ বলেছেন –

"This Bentley, then, (E.C. for short)
Believed that it would be good sport
To ransack history and descant
On persons dead or still extant."[৩]

অর্থাৎ ইতিহাসকে তন্ন তন্ন করে খোঁজা এবং জীবিত বা মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে মন্তব্য বা গান করা একটা 'ভালো খেলা' হতে পারে। তবে তিনি ব্যক্তিনামের বদলে কখনো-সখনো স্থাননামেরও উল্লেখ করেছেন প্রথম চরণে। সমালোচকগণ অবশ্য এই ধরনের রচনাগুলোকে খাঁটি ক্লেরিহিউ-এর স্বীকৃতি দিতে নারাজ। পরবর্তীকালের কবিগণ পত্রিকা, সংবাদপত্র কিংবা রিসর্টের নাম দিয়েও ক্লেরিহিউ রচনা করেছেন। বেন্টলির চতুর্থ চরণগুলোতে পাওয়া যায় একটা 'common punch-line'[৪]। যেমন পাওয়া যাচ্ছে 'Sir Humphrey Davy' ও 'Geoffrey Chaucer' রচনা দুটোতে, যেখানে ধরা পড়েছে ক্লেরিহিউ দুটোর মূল বক্তব্য।

কোনো কোনো পাশ্চাত্য সমালোচক, যেমন Gavin Ewart, ক্লেরিহিউকে একইসঙ্গে 'সভ্য ও খ্যাপাটে'[৫] বলে উল্লেখ করেছেন। গাভিন তাঁর মন্তব্যে 'সভ্য' ক্লেরিহিউ বলতে বুঝিয়েছেন সেইসকল রচনাকে যার পাঠককুলকে ইতিহাস ও বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিত্বের জীবনী সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান রাখতে হয়। মোটকথা ক্লেরিহিউ-এর পাঠকদের যথেষ্ট পড়াশুনা থাকতে হবে কবিকল্পনার ব্যাপ্তি বা গভীরতাকে অনুধাবন করতে। এই কারণে কেউ কেউ একে প্রকৃত লোকসাহিত্য না ব'লে বরং 'educated folk'[৬] হিসাবে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। অন্য একদল সমালোচকের মতে ক্লেরিহিউ-এর মূল ত্রুটি হলো এর যাথার্থ্য। প্রকৃত প্রস্তাবে এটি শিষ্ট শ্রেণির রচনা; নির্বোধ, অর্থহীন কিংবা পাগলাটে নয় কোনোভাবেই। উল্লেখ্য যে, বেন্টলি তাঁর রচনাকে স্যাটায়ার বা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের রূপ দিতে চাননি।

জাক বার্জুঁ তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'The Muse is Speaking'-তে ক্লেরিহিউ-এর ধারণাকে বিশদ করতে গিয়ে যা বলেছেন তা এককথায় অনবদ্য –

"[The] strange but rigorous rhymes in pairs
Impress the memory unawares."[৭]

অর্থাৎ অদ্ভুত কিন্তু তীব্র এক পদ্য, যা জোড়ায় রচিত এবং অকস্মাৎ মুগ্ধ করে পাঠকচিত্তকে। অনেকের মতে যে সকল ক্লেরিহিউতে বিশেষ কোনো নাম (মুখ্যত ব্যক্তিনাম) থাকে না, সেগুলোকে খাঁটি ক্লেরিহিউ বলা চলে না। বার্জুঁ ক্লেরিহিউ-এর চার চরণের এক পরিষ্কার বর্ণনা দিয়েছেন এই কবিতাটিতে, যেখানে কোন চরণে কী থাকবে তার স্পষ্ট দিকনির্দেশ তিনি দিয়েছেন –

"One line invokes a well-known name,
Three more disclose, for praise or blame
In words that make one want to quote
A single vivid anecdote.
… … …
Line Two is factual and curt,
The Third is planned to disconcert –
A 'sprung' or 'contrapuntal' stab;
The varying [L]ast may clinch or jab [.][৮]

সমালোচকের কথা মতো ক্লেরিহিউ-এর চারটি চরণে যথাক্রমে থাকবে – একটি সুপরিচিত নাম; সংক্ষিপ্ত কিন্তু বাস্তবসম্মত দ্বিতীয় চরণে থাকে তাঁর প্রশংসা বা নিন্দা, একটি একক প্রাণবন্ত উপাখ্যান; তৃতীয় চরণটি পরিকল্পিত হয় পাঠককে অপ্রতিভ করতে, হঠাৎ ছুরি মারার মতো, যা হয় স্বাধীন কিন্তু সম্পর্কযুক্ত; চতুর্থ চরণ পাঠকের প্রত্যাশাকে সমর্থন করতে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 13
Website: https://tirj.org.in, Page No. 102 - 109
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

পারে আবার খোঁচাও মারতে পারে। এইভাবে প্রাজ্ঞসমালোচক ক্লেরিহিউ-এর নির্মাণ-রহস্যকে সূত্রবদ্ধ করেছেন। এখন আমরা দেখব বাংলা সাহিত্যে ক্লেরিহিউ-এর বিজয়রথ কোন কোন কবিদের দ্বারা চালিত হয়েছে।

এ ব্যাপারে প্রথমেই যাঁর কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হয় তিনি হলেন 'ছড়ার রাজা'[৯] অন্নদাশঙ্কর রায়। অন্নদাশঙ্কর তাঁর 'বড়োদের' জন্য রচিত প্রথম ছড়ার বই 'উড়কি ধানের মুড়কি'তে বেশ কিছু নতুন রীতির ছড়া আমাদের উপহার দিয়েছেন। যেমন– 'ক্লেরিহিউ', 'রূথলেস রাইম', 'এপিটাফ', 'নতুন রকম ক্লেরিহিউ' ইত্যাদি। এগুলি ছাড়াও তাঁর 'ছড়াসমগ্রে' আরও বেশ কিছু ক্লেরিহিউ ঠাঁই পেয়েছে। যেমন– 'সাত ভাই চম্পা'র 'ক্লেরিহিউ' ইত্যাদি। ইংরেজিতে ক্লেরিহিউ বলতে বোঝায় দুটো দ্বিপদী বা যুগ্মক সমন্বিত চার লাইনের জীবনীমূলক পদ্যবিশেষ এবং এর মিলবিন্যাস হয় এরকম – ককখখ। অন্নদাশঙ্করের ক্লেরিহিউগুলো ঠিক জীবনীমূলক না হলেও চার চরণের সংক্ষিপ্ত পরিসরের কোনো কোনোটিতে কবির তাৎপর্যপূর্ণ কিছু মন্তব্য বিদ্যুৎ চমকের মতো ঝলসে উঠেছে। যেমন–

> "শরৎচন্দ্র চাটুয্যে/মৌন আছেন মাধুর্যে।
> সৃষ্টি এখন সবাক তাঁর/মঞ্চ পর্দা বেবাক তাঁর।"[১০]
>
> (ক্লেরিহিউ/উড়কি ধানের মুড়কি)

কিংবা একই ছড়ার এই চতুষ্কটি –

> "শ্রীমান্ সমরেশ সেন/পড়েছি যা লিখেছেন।
> মনে হয় সমরেশ সেন/লিখেছেন যা পড়েছেন।" (পূর্বোক্ত)

প্রথমটিতে তৎকালে শরৎচন্দ্রের সর্বাত্মক সাফল্যের গুণগান করা হয়েছে এবং দ্বিতীয়টিতে সমরেশ সেনের রচনার প্রতি বিশেষ একটা মন্তব্য করেছেন কবি। এরকম ইঙ্গিতপূর্ণ রচনার পাশাপাশি একদম সাদামাটা চৌপদীও এখানে রয়েছে। যেমন –

> "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/এবার যাচ্ছেন পাকুড়।
> চায়না কিংবা পেরু না/সেইখানেই তো করুনা।"[১১]
>
> (ক্লেরিহিউ/উড়কি ধানের মুড়কি)

কিংবা এইখানা –

> "শ্রীমতী অনামিকা দে/কেমন মধুর নাচে সে।
> সব ক'টি ভালো ভালো মে'/সকলের হয়ে গেছে বে'।" (পূর্বোক্ত)

মজার ব্যাপার হল অন্নদাশঙ্কর রায় একটা 'ক্লেরিহিউ' শিরোনামে কেবল একটা নয়, ছয় ছয়টা চতুস্ক উপহার দিয়েছেন। সব ক'টির মিলবিন্যাস কিন্তু অভিন্ন। একই গ্রন্থের 'নতুন রকম ক্লেরিহিউ' শীর্ষক ছড়াটিতে অপেক্ষাকৃত কম বিখ্যাত চার ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ কিছু মন্তব্য করেছেন। যেমন –

> "না আঁচালে নাই বিশ্বাস/বংশীবদন বিশ্বাস।
> তবু যাই তাঁর উৎসবে/দৈনিকে নাম ছাপা হবে।"[১২]
>
> (নতুন রকম ক্লেরিহিউ/উড়কি ধানের মুড়কি)

আমরা জানিনা, এই বংশীবদন বিশ্বাস কোনো সংবাদপত্রের সম্পাদক ছিলেন কিনা, কিংবা কোনো বড়ো নেতা, কিন্তু তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তি সম্পর্কে এক ভয়ের প্রকাশ ঘটেছে ছড়াটিতে। ক্লেরিহিউ সম্বন্ধে স্বয়ং কবি কী ভাবছেন তা ধরা পড়েছে নিচের রচনাটিতে –

> "মিস্টার জাস্টিস সেন/রায় যত উলটিয়ে দেন।
> ছোট ছোট জজ তাই দেখে/রায় ছেড়ে ক্লেরিহিউ লেখে।"[১৩]
>
> (ক্লেরিহিউ/সাত ভাই চম্পা)

এখানে উলটো-পালটা রায়ের কথা বললেও তাঁর ক্লেরিহিউগুলো কিন্তু যথেষ্ট অর্থ-তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করি আমরা। তাঁর ক্লেরিহিউ যতো না হাস্যকর তার চেয়ে অনেক বেশি ইঙ্গিতপূর্ণ ও অর্থবাহী।

এরপর আমরা দেখবো কবি শঙ্খ ঘোষের হাতে ক্লেরিহিউ কেমন সফলতা লাভ করেছে। খুব বেশি ক্লেরিহিউ তিনি যেমন লেখেন নি, তেমনি ক্লেরিহিউ-এর প্রথাগত ফরম্যাটকেও তিনি সর্বদা মেনে চলেননি। কোথাও চার চরণের গণ্ডীকে অস্বীকার করেছেন, মানেন নি প্রথম চরণে ব্যক্তিনাম বা স্থাননামের নির্দেশিকাকেও। যেমন এই রচনাটি -

"ওজন আমার একটু কম–/খ্যাংরা কাঠি আলুর দম।
তাই বলে কি অল্প দম?/সমস্ত দিন বক্‌বকম।"[১৪]
(ওজন/আমন যাবে লাট্টু পাহাড়)

চার চরণের নির্দিষ্ট বাঁধনের মধ্যে কবি অসাধারণ দক্ষতায় এক ছটফটে ও ক্ষীণকায় শিশুর ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন। শিরোনামযুক্ত এই রচনাটির প্রথম চরণে নেই কোনো বিশেষ্যপদ আর চারটি চরণে অনুসৃত হয়েছে একই ধরনের অন্ত্যমিল, যা খাঁটি ক্লেরিহিউ-এর প্রথাবিরুদ্ধ। নীচে শঙ্খ ঘোষের আরও দুটো ক্লেরিহিউ-এর দৃষ্টান্ত দেওয়া হল –

ক। "এই-যে আমি নিথর সে কি পুরোপুরিই স্থির?
ছবির ওপর কতই ছবি করছে এসে ভিড়।
মনের মধ্যে থামছে না তার চলাচলের স্রোতও
এই হয়ে যাই বড়ো আবার এই হয়ে যাই ছোটো।"[১৫]
(রূপকথা/আমায় তুমি লক্ষ্মী বলো)

খ। "সকাল থেকে বলছি – আকাশ, ঢালো, একটু ঢালো–
ঠিক দশটায় ঝম্‌ঝমাঝম্‌ বৃষ্টি হলে ভালো।
বৃষ্টি হলে ভেজার মজা, বৃষ্টিতে মন ভার –
বৃষ্টি হলে সমস্ত দিক মিষ্টি অন্ধকার।"[১৬]
(বৃষ্টি/বড়ো হওয়া খুব ভুল)

চার চরণের সীমাতিক্রমী রচনাদুটোতে না আছে কোনো বিখ্যাত ব্যক্তির নাম, না কোনো স্থানের নাম ও তাদের স্তুতিকীর্তন। প্রথমটিতে আছে ঘুমের দেশে ঘুরে বেড়ানো এক শিশুর মনোজগতে ঘটে চলা ক্রিয়া-বিক্রিয়া আর দ্বিতীয় রচনাটিতে আছে এক কিশোরের বৃষ্টির কামনা। দুটো ক্ষেত্রেই রূপায়িত হয়েছে দুই বিমূর্ত ভাবনার কথা, চতুর্থ চরণে গিয়ে যা বিদ্যুতের মতো চমকিত হয়ে উঠেছে। খাঁটি ক্লেরিহিউ বলতে ঠিক যা বোঝায় শঙ্খ ঘোষ তা না লিখলেও চার চরণের ককখখ বিন্যাসে তিনি এক নতুন প্রজাতির ক্লেরিহিউ আমাদের উপহার দিয়েছেন বলে মনে করি।

বাংলা লোকছড়ার ঐতিহ্যকে অত্যন্ত সফলভাবে যে ক'জন কবি জনতার দরবারে জনপ্রিয় করে তুলেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন একালের দুই বিখ্যাত ছড়াকার ভবানীপ্রসাদ মজুমদার ও অপূর্ব দত্ত। ভবানীপ্রসাদ খুব মজার মজার ক্লেরিহিউ আমাদের উপহার দিয়েছেন। যেমন -

"খবর পেলাম হুগলিতে/গেঁড়ি এবং গুগলিতে
হচ্ছে লড়াই জবরজং/পৌঁছে দেখি, খবর 'রং'!"[১৭]
(জবরজং, খবর 'রং'/মজার ছড়া)

গেঁড়ি-গুগলির এই লড়াই 'রং' না হয়ে যদি 'রাইট' হতো, তাহলে কচিকাঁচাদের দল যে আরও খুশি হতো, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। প্রথম চরণে স্থাননামের উল্লেখ আর চমকপ্রদ অন্ত্যমিল রচনাটিকে রসোত্তীর্ণ করেছে। ভবানীপ্রসাদ কখনো কখনো এক চতুষ্কের বেড়াজাল পেরিয়ে দুই কিংবা চার-পাঁচ চতুষ্ক বিশিষ্ট চিত্তোদ্বেলকর বহু ক্লেরিহিউ আমাদের উপহার দিয়েছেন। কয়েকটা উদাহরণ দেওয়া গেল –

ক। "খিদের জ্বালায় মনিবকে তার বললে চাকর গোবর্ধন
সকাল থেকেই পেটে আমার ছুঁচোয় জোরে মারছে 'ডন'!

বইছে না আর শরীর মোটেই, চলছে না তাই হাত-দুটি
তাড়াতাড়ি দিন না খেতেই যা হোক দু-টি ভাত-রুটি!
দারুণ রেগেই বললে মনিব, ভাত দিয়ে তুই করবি কী?
মাথায় কি তোর গোবর পোরা? ছিটেফোঁটাও নেই কি ঘি?
পেটে যখন সব সময়েই নাচছে ছুঁচো রাত্রিদিন
ছুঁচো মারার দিচ্ছি ওষুধ, নে খেয়ে-নে প্যাকেট তিন!”[১৮]

(ক্ষুধার দাওয়াই/মজার ছড়া)

খ। “তিনটে শেয়াল টপকে দেয়াল বললে, ব্যাটা মোরগ
ভোর না হতেই ‘কোঁকর-কোঁকর’? ভীষণ খারাপ ও-রোগ!
হচ্ছে সবার ঘুমের ব্যাঘাত, রেগেই ‘ফায়ার’ সবাই
আবার যদি চ্যাঁচাস, তবে করব তোদের জবাই!”[১৯] (সুরবিচার/মজার ছড়া)

উদ্ধৃত ক্লেরিহিউ দুটো চার চরণের সীমা পেরিয়ে আট বা ষোলো চরণে স্থিত হয়েছে। এই ধরনের রচনাকে কোনো কোনো পাশ্চাত্য সমালোচক Extended Clerihew বলে অভিহিত করেছেন। প্রথম দৃষ্টান্তে কোনো এক গোবর্ধনের নাম থাকলেও আমদের দেশে প্রভু-ভৃত্যের শোষক-শোষিতের চিরকালীন সম্পর্ক দ্যোতিত হয়ে উঠেছে। হালকা চালে, মজার ভঙ্গিতে উচ্চারিত এই ধরনের রচনার উপভোগ্যতা দ্বিমুখী হয়ে থাকে। যার হাস্যরসাত্মক দিকটি ধরা পড়ে কচিকাঁচাদের মনে আর অভ্যন্তরীণ মর্মদাহী অর্থটি ফুটে ওঠে প্রাজ্ঞ পাঠকচিত্তে। দ্বিতীয় রচনাটিও শেয়াল-মোরগের রূপকে বলবানের সামনে বলহীনের অসহায়তাই ফুটিয়ে তুলেছে অত্যন্ত সফলভাবে। এইভাবে ক্লেরিহিউ কবির হাতে সমাজের দর্পণ হয়ে উঠেছে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণভাবে। নিচে আরও একটি ছড়া-কবিতা উদ্ধৃত করা গেল যেখানে কবির বিবেক সরাসরি কবির দিকেই ছুঁড়ে দিয়েছে এক গুরুতর প্রশ্ন -

“কাদের তরেই লিখছ দাদা, লিখছ কাদের তরে?
ভোর-না-হতেই আঁধার নামে যাদের কুঁড়েঘরে!
দুধের বাটি ছেড়েই যারা ক্ষুদের বাটি ধরে
তারা কি আর কেউ কোনো দিন বইপত্তর পড়ে?
কাদের তরেই লিখছ দাদা, লিখছ কাদের তরে?
গাঁইতি-শাবল-কোদাল-কাঁধেই ফিরছে যারা ঘরে?
বুকের উপর সদাই যাদের বাঘের থাবা নড়ে
তারা কি আর কেউ কোনো দিন বইপত্তর পড়ে?
...সত্যি ভীষণ জ্বালা দাদা, সত্যি ভীষণ জ্বালা
ছড়ার মালা চায় না ওরা, চায় না ছড়ার মালা!
রূপকথার ওই রাজমহলে ঝুলছে ক্ষুধার তালা
ওদের চোখে স্বপ্ন আঁকে পান্তা-ভাতের থালা!”[২০]

(কাদের তরে লিখছ দাদা?/ বিবিধ ছড়া)

সূচনা-চরণে কোনো বিশেষ্য নেই, তবে সর্বনাম আছে, আর আছে একরাশ প্রশ্ন। প্রশ্নের মধ্যেই নিহিত আছে তার উত্তরটিও। কবির ক্লেরিহিউ এখানে যেমন তার কায়িক সীমানা অতিক্রম করেছে, তাঁর প্রশ্নগুলোও তেমনি উত্তরের সীমানাকে অনেক দূর ছাড়িয়ে গেছে, যেখানে কোনো সদুত্তর পাওয়া সম্ভব নয়। এইভাবে বিবেকবান কবি ভবানীপ্রসাদ মজুমদারের হাতে ক্লেরিহিউ অস্ত্রের মতো ঝলসে উঠেছে বারেবারে।

আসা যাক কবি অপূর্ব দত্তের কথায়। একালে অত্যন্ত জনপ্রিয় এই ছড়াকার শিশুদের মনোরঞ্জনের জন্য কোথাও কোথাও ক্লেরিহিউকে আশ্রয় করেছেন। যেমন –

"গুড মর্নিং, মিস্টার বাগল।/আপনি একটা ছাগল।
কেন স্যার, হোয়াই?/-জানিনা বাবা, দোহাই।"[২১] (ছড়া ২৩/ ছড়ায় ছড়ায় ছড়াক্কার)

কিংবা এই ছড়াটি -

"বয়ড়া বলে, আমলকী/ঝগড়া তোদের থামল কি?
হর্তুকিটার মাথার থেকে/রাগের পাহাড় নামল কি?
হতচ্ছাড়া হর্তুকি/তোর সাথে সে পড়ত কি?
তা না হলে বোকার মতো/আমার সাথে লড়ত কি?"[২২]
(ছড়া ৬৭/ বাক্সভরা একশো ছড়া)

প্রথমটিতে চার চরণের অনুশাসন রক্ষিত হলেও দ্বিতীয় ছড়াটি আট চরণে সমাপ্ত হয়েছে। নিখাদ হাস্যরস সৃষ্টিই রচনাদুটোর উদ্দেশ্য। সুপ্রভাতের অভিবাদনের মধ্যে হঠাৎ একজনকে ছাগল বলার মধ্যে যে আকস্মিকতা আছে তা শিশুস্রোতাকে চমৎকৃত করে। পাশাপাশি হরীতকী, আমলকী আর বহেড়ার মধ্যে কলহের কল্পনাও তাদের সবুজ-অবুঝ মনে হাসির হিল্লোল তোলে। কৌতুকরস সৃষ্টির পাশাপাশি কবি তাঁর ছড়াগ্রন্থের ভূমিকা রচনা করতে গিয়েও অবলম্বন করেছেন নির্দিষ্ট এই পদ্যরূপটিকেই। যেমন –

"চাই না দিতে সার্টিফিকেট, নাইবা দিলেম তোল্লা,
চাখনদারে বলবে চেখে – এইটা রসগোল্লা।
অপূর্ব এই 'বাক্সভরা একশো ছড়া' বইটা
চাখতে চাখতে ছুঁড়েই ফেলি তোল্লা দেবার মইটা।"[২৩]
('ভূমিকা' ছড়া/ বাক্সভরা একশো ছড়া)

এছাড়া 'বললে বটে হাসির কথা' বইটির 'ভূমিকা'-ছড়াও এই 'ফর্মে'ই লেখা। অপূর্ব দত্ত বর্ণনামূলক রচনার ক্ষেত্রেও ক্লেরিহিউ-এর ককখখ প্যাটার্নকে অবলম্বন করেছেন দেখতে পাই। পরপর ৪, ৬ বা ১০টা চতুষ্ক সাজিয়ে তিনি কখনো শহরের ইতিকথা বিবৃত করেছেন কখনো সুকুমারমতি ছাত্রছাত্রীদের স্কুলজীবন-গাথাকে রূপ দিয়েছেন। কয়েকটি দৃষ্টান্ত -

ক। "বসে বসে সারাদিন অঙ্কের ক্লাসে
খেলা চলে গুণভাগ মাইনাস প্লাসে।
অঙ্কের মাষ্টার বেণুলাল মান্না
সময়ের অপচয় একদম চান না।"[২৪]
(অঙ্ক স্যার/আমার একটা আকাশ ছিল)

খ। "চুপটি করে বোসো, একটা রোমাঞ্চকর গল্প বলি
পাতাল রেলের শহর ছেড়ে ছোট্ট একটা শহরতলি।
শহরতলি হলেও সেটা গণ্ডগ্রাম তো মোটেই নয়
দোকান-বাজার রোজই বসে, অট্টালিকাও খান পাঁচ-ছয়।"[২৫]
(দিব্য মূর্তি/আমার একটা আকাশ ছিল)

এইভাবে কবি অপূর্ব দত্তের হাতে ক্লেরিহিউ-এর সীমানা চার চরণের হাস্যরস থেকে শুরু করে আট চরণের 'ভূমিকা' হয়ে ৪০ চরণের ছাত্রজীবন কিংবা শহরজীবন পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছে। এবং সমালোচকের Extended Clerihew অভিধাটি এর মাধ্যমে সফলতা লাভ করেছে।

সুতরাং আমরা দেখলাম একটা স্কুলছাত্রের হাত ধরে যাত্রা শুরু করে ক্লেরিহিউ একসময় বিশ্বসাহিত্য-সভায় মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছে। আকার ও প্রকার, বিষয় ও প্রকরণ – উভয় দিকেই তার মধ্যে বৈচিত্র্য এসেছে। এক চতুষ্কের জীবনীমূলক পদ্য থেকে একাধিক চতুষ্ক বিশিষ্ট হাস্যরসাত্মক ও বিবিধ লঘু-গুরু বিষয়ভিত্তিক রচনা ক্লেরিহিউকে তাদের মাধ্যম করেছে। এইভাবেই সূচিত হয়েছে তার বিন্দু থেকে বৃত্তাভিমুখে সফল যাত্রা।

Reference:

১. Cuddon, J. A, The Penguin Dictionary of Literary Terms And Literary Theory, Penguin Books Ltd., 80 Strand, London WC2R ORL, England, Penguin Books, 1999, পৃ. ১৪১
২. https://dc.swosu.edu/mythlore/vol21/iss2/39, পৃ. ২৬৪
৩. তদেব, পৃ. ২৬৪
৪. তদেব, পৃ. ২৬৪
৫. তদেব, পৃ. ২৬৪
৬. তদেব, পৃ. ২৬৫
৭. তদেব, পৃ. ২৬৪
৮. তদেব, পৃ. ২৬৪
৯. রায়, অন্নদাশঙ্কর, 'ছড়া সমগ্র', বাণীশিল্প, ১৪এ টেমার লেন, কলকাতা ৯, চতুর্থ পরিবর্ধিত সংস্করণের তৃতীয় মুদ্রণ, এপ্রিল ২০১৩, পৃ. পিছনের 'ব্লার্ব'
১০. তদেব, পৃ. ২৩৯
১১. তদেব, পৃ. ২৩৯
১২. তদেব, পৃ. ২৭৭
১৩. তদেব, পৃ. ৩৪৯
১৪. ঘোষ, শঙ্খ, 'ছড়া সমগ্র', দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১০, পৃ. ৭৬
১৫. তদেব, পৃ. ১৫০
১৬. তদেব, পৃ. ১৬৮
১৭. মজুমদার, ভবানীপ্রসাদ, 'ছড়া সমগ্র ১', সূর্য পাবলিশার্স, ৫/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩, প্রকাশকাল, বইমেলা ২০১১, পৃ. ৩০
১৮. তদেব, পৃ. ৩৫
১৯. তদেব, পৃ. ৪৩
২০. তদেব, পৃ. ৩০৯
২১. দত্ত, অপূর্ব, 'ছড়াসমগ্র : প্রথম খণ্ড', প্রতিভাস, ১৮/এ গোবিন্দ মণ্ডল রোড, কলকাতা ২, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা, জানুয়ারি ২০১২, পৃ. ১০৮
২২. তদেব, পৃ. ৮৫
২৩. তদেব, পৃ. ৬২
২৪. তদেব, পৃ. ২৬৯
২৫. তদেব, পৃ. ২৫৬